

# দানযিলেরে পুস্তক - সংখ্যা একশ একষট্টি

বাইবেলেরে ভবষিষদ্বাণীমূলক দর্শন প্রতষ্টিয়া রোমেরে ভূমিকা: দানযিলে গ্রন্থেরে একাদশ অধ্যায়েরে বসিতারতি পর্যালোচনা

Jeff Pippenger  
2024-03-27

দানযিলে গ্রন্থেরে একাদশ অধ্যায়েরে দর্শনই বাইবেলীয় ভাববাণীর সব দর্শনেরে মুখ্য মানদণ্ড; এবং এই একাদশ অধ্যায়েরে দর্শন রোমেরে প্রতীকরে দ্বারা প্রতষ্টিতি।

আর সেই সময়গুলোতে দক্ষণিরে রাজার বরুদধে অনেকে উঠিয়া দাঁড়াইবে; তোমার জাতরি মধ্য হইতে দস্যুরাও সেই দর্শন প্রতষ্টিয়া করবার জন্য নজিদেদেরে উচ্চ করবি; কনিতু তাহারা পততি হইবে। দানযিলে ১১:১৪।

জোনস পূর্ববর্তী শ্লোক সম্পর্কে নমিনরূপ বলছেন:

যখন আমেরীয়রা তাদের অধর্মেরে মাত্রা পূর্ণ করছিলি, তখন তাদের স্থান ঈশ্বরেরে লোক ইস্রায়েলকে দেওয়া হয়ছিলি। যখন ইস্রায়েলে অজাতীয়দেরে পথ অনুসরণ করে অধর্মেরে পয়োলাও পূর্ণ করল, তখন ঈশ্বর বাবলিরে রাজ্য উত্থাপন করলনে এবং সব কড়ে নলিনে। যখন বাবলি নজিরে অধর্মেরে পয়োলা পূর্ণ করল, তখন কষমতা পারস্যেরে হাতে অরুপতি হল। আর পারসদিরে দুষ্টিতার কারণে যখন স্বর্গদূত মুখ ফরিয়ি নলিনে, তখন গ্রীসেরে রাজপুত্র এসে তা উৎখাত করে দেয়।

আর গ্রীসীয় শক্তি কিতদিন অব্যাহত থাকার কথা ছিলি? কখন তা ভুগ হওয়ার কথা ছিলি? 'যখন অপরাধীরা পরিপূর্ণতায় পৌঁছবে।' সেই জাততির অন্যায়েরে পরমাপ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত টকি থাকে; তারপর কষমতা অন্য এক রাজ্যে স্থানান্তরতি হয়। যশক্তরি কাছে তা স্থানান্তরতি হয়ছিলি, তা ছিলি রোমীয় শক্তি, যমেন আমরা দানযিলে ১১:১৪ থেকে জানতে পারি। 'আর সে সময়ে অনেকে দক্ষণিরে রাজার বরুদধে উঠে দাঁড়াবে; তদুপরি তোমার জনগণেরে দস্যুরাও দর্শনকে প্রতষ্টিয়া করতে নজিদেদেরে উচ্চ করবে; কনিতু তারা পততি হবে।' এই জাতকি দস্যুদেরে জাতি—দস্যুদেরে সন্তানরা—হসিাবে চহিনতি করা হয়ছে, যমেন পাঠেরে প্রান্ত-টীকা বলে।

এরাই তারা, যাদের কাছে এখন রাজ্য দেওয়া হয়ছে; আর কনে?—'ডাকাতদেরে সন্তানরা দর্শন প্রতষ্টিয়া করতে নজিদেদেরে উচ্চ করবে।' যখন এই জাতি আবিভূত হয়, তখন আসে দর্শন প্রতষ্টিয়াকারী সটে—যা দর্শনেরে এক মহান বিষয়, দর্শনেরে ধারায় সেই এক প্রধান মাইলফলক, যা ঈশ্বর নবীদেরে মাধ্যমেরে সর্বকালেরে জন্য দয়িছেন। এ. টি. জোনস, কোলম্বিয়ান বছর এবং চার শতাব্দীর অর্থ, ৬।

জোনস বলেন, যখন রোমীয় শক্তি "মঞ্চে আবিভূত হয়, তখন সেখানে এমন কিছু প্রবশে করে যা প্রতষ্টিয়া করে" ... "সেই দর্শনেরে ধারাবাহিকতা, যা ঈশ্বর নবীদেরে মাধ্যমেরে সকল কালেরে জন্য দয়িছেন।" মলিারেরে ইতিহাসেরে প্রোটস্ট্যান্টরা যমেন এখন লাওদাকিয়া অ্যাডভেন্টিজিম শখেয়, তমেনই শক্তি দয়িছিলিনে য "তোমার জাতরি লুটেরো" আন্তয়িখুস এপফিনেসিকেরে নরিদশে করে; তিনি ছিলিনে এক সলেউসডি রাজা, যিনি খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫ থেকে ১৬৪ সাল পর্যন্ত শাসন করছিলিনে। তিনি সলেউসডি রাজবংশেরে একজন সদস্য ছিলিনে, যা ছিলি গ্রিকি উত্তরসূরি রাষ্ট্রগুলোর একটি, যা মহান আলকেজান্ডারেরে সাম্রাজ্য ভেঙে

পড়ার পর উদ্ভূত হয়েছিল। এই বিষয়টি নিয়ে মলিরোইট ইতিহাসে মতভেদে এতটাই নরিদষ্টি ছিল যে, আন্তর্বিখ্যুস এপফিনেসিসের সনাক্তকরণ ১৮৪৩ সালের পথকিৎ চার্টে প্রদর্শিত রয়েছে।

চার্টে আন্তর্বিখ্যুস-সম্পর্কিত উল্লেখটি এমন কছির প্রতি একমাত্র উল্লেখ, যা ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যে পাওয়া যায় না। এটি সিখোনে রয়েছে সেই সময়কার প্রোটোস্ট্যান্টদের মথিয়া শিক্ষাকে খণ্ডন করার জন্য, যা এখন লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদে মথিয়া শিক্ষা। উইলিয়াম মলির এই সত্যটি বোঝার গুরুত্বের গভীরতা উপলব্ধি করছিলেন কানা—যে রোমই সেই পার্থবি শক্তি, যা "ঈশ্বরের ভাববাদীদের মাধ্যমে সর্বকালের জন্য যে দর্শনরখো দিচ্ছেন" তা প্রতিষ্ঠা করে—সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে; কিন্তু এই সত্যটি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার জন্য তা যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল যে, রোমই সেই দর্শন প্রতিষ্ঠা করে।

যখনে দর্শন নেই, সখনে লোকেরো নাশ হয়; কিন্তু যে আইন পালন করে, সে সুখী।  
হতিপদশে ২৮:১৪।

সলোমন লিখে গেছেন যে যখনে দর্শন নেই, সখনে লোকেরো নাশ হয়; এবং চতুর্দশ পদে 'দর্শন' বলতে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা সলোমনের প্রবাদেও একই। দর্শনটি জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন, এবং এই 'দর্শন' রোমের প্রতীকে প্রতিষ্ঠিত। চতুর্দশ পদে 'দর্শন' বলতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হাবাক্কুক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'দর্শন'-এর জন্য ব্যবহৃত একই শব্দ।

আমি আমার প্রহরাস্থলে দাঁড়াব, মনিরো অবস্থান হবে, এবং তিনি আমাকে কী বলবেন ও যখন আমাকে তিরস্কার করা হবে তখন আমি কী উত্তর দেবে, তা দেখবার জন্য নিজের রাখব। প্রভু আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, দর্শনটি লিখে তা ফলকরে উপর স্পষ্ট করে দাও, যাতে যে পড়ে, সে দোঁড়াতো পারে। কারণ দর্শনটি নিরিধারিত সময়ের জন্যই; কিন্তু শেষে তা কথা বলবে এবং মথিয়া বলবে না। যদিও তা বলিম্ব করে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা অবশ্যই আসবে, বলিম্ব করবে না। হবক্কুক ২:১-৩।

প্রথম পদে "reproved" শব্দটির অর্থ "argued with"। উইলিয়াম মলির ছিলেন সেই প্রহরী যিনি প্রথম ও দ্বিতীয় স্ববর্গদূতের আন্দোলনের ইতিহাসে প্রহরী মনিরো স্থাপিত ছিলেন, এবং ভাববাণীমূলক প্রতীকতায় যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার ইতিহাসের বতিরকে তিনি কী উত্তর দেবেন, তখন তাকে দর্শনটি লিখতে বলা হলো, যা রোমের প্রতীকরে দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, যখন মলিরোইটরা হাবাক্কুককে এই তিনটি পদের পরিপূর্তিরূপে ১৮৪৩ সালের পাইওনিয়ার চার্ট প্রস্তুত করলেন, তখন তারা যে বতিরকে লিপিত ছিলেন তার একবোরে মূল বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে, তারা বুঝতে পারেননি যে দর্শনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অ্যান্টিক্রিস্ট এপফি্যানসি—এমন মূর্খতাপূর্ণ যুক্তির প্রতি তাদের উল্লেখই হাবাক্কুককে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বতিরককে প্রতিনিধিত্ব করে; কিন্তু সিস্টার হোয়াইট বলছিলেন, সেই চার্টটি "directed by the hand of the Lord, and should not be altered," সুতরাং চার্টে বতিরক সম্পর্কিত যে উল্লেখ ছিল, তা ঈশ্বরের হাত থেকেই এসেছে।

মলিরপন্থীরা সঠিকভাবে এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন যে ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪-এর প্রথম নরিশাই বলিম্বকাল শুরু করেছিল, যার উল্লেখ হাবাক্কুক এবং মথরি দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত—উভয় স্থানেই রয়েছে। তারা আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে ঐ দুই ভবিষ্যদ্বাণী সরাসরি যিহিষ্কলে দ্বাদশ অধ্যায়ে সঙ্গে সংযুক্ত, যখনে যিহিষ্কলে এমন এক সময়কাল

নরিদশে করনে, যখন প্রত্বেকে দর্শনরে কার্ঘকারতি সংঘটিতি হবে। “দর্শন” শব্দটি সেই একই হবিবু শব্দ, যা আমরা এখন বিবেচনা করছি। এই কারণেই জোনস সঠিক, যখন তিনি বলেন, “যখন” রোম “মঞ্চে উপস্থতি হয়, তখন সেখানে সেই বিষয় প্রবেশ করে যা দর্শনকে প্রতিষ্ঠতি করে, যা দর্শনরে এক মহান বিষয়বস্তু, দর্শনরখোর মধ্যে এক প্রধানতম চহ্ন, যা ঈশ্বর সর্বকালরে জন্য় ভাববাদীদরে মাধ্যমে প্রদান করছেন।” রোম ঈশ্বররে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্ঘরে সমগ্র দর্শনকে প্রতিষ্ঠতি করে, এবং আরও নরিদষ্টিভাবে বলতে গেলে, অধ্যায় এগারোর সমগ্র গঠনই রোমকে কেন্দ্র করে নরিমতি।

যখন সিস্টার হোয়াইট দানয়িলরে একাদশ অধ্যায়রে চূড়ান্ত পরপূরণতার প্রতি নরিদশে করনে এবং বলেন যে “এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরপূরণতায় যে ইতিহাসরে অনেকে অংশ সংঘটিতি হয়েছে, তা পুনরাবৃত্ত হবে,” তখন তিনি এই কথাই চহ্নতি করছেন যে একাদশ অধ্যায়রে সেই ইতিহাসসমূহ, যা ইতিমধ্যে পরপূরণ হয়েছিল, দানয়িলরে একাদশ অধ্যায়রে শেষে পদসমূহরে প্রতিরূপ ছিল। একাদশ অধ্যায়রে শেষে পদসমূহরে বিষয় হলো উত্তরদেশীয় রাজা, যিনি সেখানে আধুনিক রোমকে প্রতিনিধিত্ব করনে। অতএব, দানয়িলরে একাদশ অধ্যায়রে যে ইতিহাসসমূহ পুনরাবৃত্ত হয়, সেগুলি এমন ইতিহাস, যা রোমকে প্রতিনিধিত্ব করে।

অধ্যায় এগারোর শেষে ছয় পদে আধুনিক রোম (উত্তররে রাজা) তিনটি ভৌগোলিক শক্তিকে জয় করে। চল্লিশতম পদে সে দক্ষণরে রাজাকে (১৯৮৯ সালে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন), মহমিন্বেতি দেশকে (শীঘ্র আগত রবিবার আইনকালে যুক্তরাষ্ট্র), এবং মশিরকে (জোসিংঘ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত সমগ্র বশ্ব) জয় করে। দানয়িলে অধ্যায় এগারোতে পৌততলিক রোমকে তৎকালীন পরিচিতি বশ্ব দখল করার উদ্দেশ্যে তিনটি ভৌগোলিক শক্তিকে জয়কারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং এরপর পাপাল রোমকে পৃথিবী দখল করার উদ্দেশ্যে তিনটি ভৌগোলিক শক্তিকে জয়কারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়টিতে পৌততলিক রোমরে প্রথম উল্লেখ হয়েছে চতুর্দশ পদে, যনে তাকে সেই প্রতীক হিসেবে চহ্নতি করা যায় যা দর্শনটিকে প্রতিষ্ঠা করে; কিন্তু তার ক্ষমতায় উত্থানরে বিষয়টি আলোচতি হয় না ষোড়শ পদ পর্যন্ত। মহান আলকেজান্ডাররে রাজ্য় ঈশ্বররে ভাববাণীময় বাক্ঘরে পরপূরণতায় চার ভাগে বিভিক্ত হয়েছে, কিন্তু সেই চার অংশ অল্প সময়রে মধ্যেই দুই প্রধান প্রতাপিক্ঘরে মধ্যে একত্রতি হয়ে পড়ে, যারা অধ্যায়রে সমাপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত ভাববাণীমূলক বরণনায় দক্ষণরে রাজা অথবা উত্তররে রাজা হিসেবে চহ্নতি হয়েছে। চতুর্দশ পদে রোমরে উদীয়মান শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে সেই শক্তি হিসেবে যা দর্শনটিকে প্রতিষ্ঠা করবে; কিন্তু যে বিষয়গুলো আলোচতি হচ্ছে, তা হলো আলকেজান্ডাররে রাজ্ঘরে অবশিষ্টাংশগুলোর মধ্যকার সংগ্রাম, যনে তিনটি উত্তররে ও দক্ষণরে রাজাদরে দ্বারা উপস্থাপতি হয়েছে।

পনরেো নম্বর পদে দেখা যায়, ওই দুই রাজা এখনও তাদের সংগ্রামে লপ্ত, এবং উত্তররে রাজা প্রাধান্য় পাচ্ছে। কিন্তু ষোলো নম্বর পদে রোম এসে উপস্থতি হয় এবং পদটি বলে, “কিন্তু যে তার বিরুদ্ধে আসে,” অর্থাৎ দক্ষণরে রাজার উপর সদ্য প্রাধান্য় পাওয়া ওই উত্তররে রাজার বিরুদ্ধে যখন রোম আসে, তখন উত্তররে রাজা রোমরে সামনে দাঁড়তে পারবে না। রোমই জয়লাভ করে, এবং ষোলো নম্বর পদে আরও বলা হয়েছে যে রোম যহিদার মহমিন্বেতি দেশে অবস্থান করবে। সতরেো নম্বর পদে রোম “তার সমগ্র রাজ্ঘরে শক্তি নিষি প্রবেশে করার জন্য় মুখ স্থরি করবে।” সে প্রথমে সেই উত্তররে রাজাকে বশে আনে, যে তার সামনে দাঁড়তে পারনে; তারপর সে যহিদাকে অধিকার করে; এরপর সে মশিরে প্রবেশে করে।

আর সেই সময়ে দক্ষিণের রাজার বিরুদ্ধে অনেকেই উঠবে; তোমার লোকদের মধ্য হিংস্র লোকেরাও দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে নিজদের উঁচু করবে; কিন্তু তারা পততি হবে। তখন উত্তরের রাজা আসবে, অবরোধের বাঁধ নির্মাণ করবে এবং সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরীগুলো দখল করবে; দক্ষিণের বাহিনী টকিতে পারবে না, তার বাছাই করা সৈন্যরাও নয়, প্রতিরোধ করার মতো কোনও শক্তি থাকবে না। কিন্তু যে তার বিরুদ্ধে আসবে, সে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করবে, এবং তার সামনে কেউ দাঁড়াতো পারবে না; এবং সে গৌরবময় দশে দাঁড়াবে, যা তার হাতেরি গ্রাসতি হবে। সে তার সমগ্র রাজ্যের শক্তিনিয়ন্ত্রণে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে মন স্থির করবে, এবং তার সঙ্গ সৎজনরা থাকবে; এইরূপই সে করবে: এবং সে তাকে নারীদের কন্যা দাবে, তাকে কলুষিত করার উদ্দেশ্যে; কিন্তু সে তার পক্ষ নবে না, তার হয়ে থাকবে না। দানযিলে ১১:১৪-১৭।

এই পদগুলিতে বর্ণিত বিজয় দানযিলের অষ্টম অধ্যায়ের পরিপূর্তি।

আর তাদের একটিকে থেকে একটিকে ছোট শিং বেরিয়ে এল, যা দক্ষিণ দিকে, পূর্ব দিকে এবং সুন্দর দেশের দিকে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল। দানযিলে ৮:৯।

পদ ৯-এর ক্ষুদ্র শিং হলো পৌত্তলিক রোম, এবং অধ্যায় ১১-এর ১৪ থেকে ১৭ নম্বর পদসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে পদ ৯ নির্দেশ করে যে, পৌত্তলিক রোম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সময় তিনটি ভূখণ্ড জয় করবে। সেই ভূখণ্ডগুলো ছিল দক্ষিণ (মিশর), পূর্ব (সিরিয়া, উত্তরের রাজা) এবং মনোরম দেশ (যিহূদা)। পদ ১৬ ও ১৭-এর ইতিহাস চল্লিশ থেকে তোল্লিশ নম্বর পদে আধুনিক রোমের ঐতিহাসিক তিন-ধাপের বিজয়কে প্রতীকায়িত্ব করে, কারণ সিস্টার হোয়াইট যমেন বলছেন, "এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তিতে যে ইতিহাসের অনেকেই ঘটছে, তা পুনরাবৃত্তি হবে।"

"যদিও উত্তরদেশীয় রাজা আন্তর্জাতিক সম্মুখে মসির দাঁড়াতো পারেনি, তথাপি আন্তর্জাতিক সম্মুখে রোমীয়দের সম্মুখে দাঁড়াতো পারেনি, যারা তখন তার বিরুদ্ধে এসে উপস্থিত হয়েছিল। আর কোনো রাজাই এই ক্রমোন্নতশীল শক্তির বিরুদ্ধে আর প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব ৬৫ সালে পম্পাই যখন আন্তর্জাতিক সম্মুখে আসিয়াতকিসকে তার অধিকারভুক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন এবং সিরিয়াকে একটা রোমীয় প্রদেশে পরিণত করেন, তখন সিরিয়া জয় করা হয় এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গ সৎকৃত করা হয়।"

"সেই একই শক্তি পবিত্র দেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাকে গ্রাস করার ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৬২ সালে রোম মতেরীর মাধ্যমে ঈশ্বরের জনগণ, অর্থাৎ ইহুদদের সঙ্গ সৎকৃত হয়; সেই তারিখ থেকেই তা ভাববাণীমূলক কালপঞ্জিতে একটা প্রধান স্থান অধিকার করে। তবে, প্রকৃত বিজয়ের মাধ্যমে তা খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সাল পর্যন্ত যিহূদায়ের উপর অধিকার লাভ করেনি; এবং তখন নমিনলিখিত পদ্ধতিতে তা ঘটছিল।"

পন্টাসের রাজা মথ্রিডিটেসের বিরুদ্ধে অভিযান থেকে পম্পাই ফরিয়ে আসার পর, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, হরিকানুস ও অ্যারিস্টোবুলাস, জুদায়ের সিংহাসনের জন্য লড়াই করত। তাদের বিরোধ পম্পাইয়ের কাছে বিচারার্থে পেশ হলো; তিনি শীঘ্রই অ্যারিস্টোবুলাসের দাবির অনুযায়ণ অনুধাবন করলেন, কিন্তু আরবিয়ায় তাঁর বহুদানের আকাঙ্ক্ষিত অভিযান শেষ হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে চাইলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তখন ফরিয়ে এসে, যা নিয়মসঙ্গত ও যথোচিত মনে হবে, সে অনুযায়ী তাদের বিষয় নিষ্পত্তি করবেন। পম্পাইয়ের প্রকৃত মনোভাব আঁচ করে অ্যারিস্টোবুলাস তড়িঘড়ি জুদায়ের ফরিয়ে গিয়ে প্রজাদের অস্ত্রধারী করলেন এবং জোরালো প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি

নলিনে; কারণ তিনি সংকল্প করছিলেন যে যেকোনো ঝুঁকি মাথায় নিয়েই মুকুট ধরে রাখবেন—যা তিনি আগাই বুঝছিলেন রায়ে অন্যের হাতে যাবে। পলাতককে পম্পাই ঘনষিঠভাবে তাড়া করলেন। তিনি জেরুজালমের নিকটে পৌঁছতাই, নিজের পদক্ষেপের জন্য অনুতপ্ত হতে শুরু করা অয়ারসিটোবুলাস তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে এলেন এবং সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার ও বপিল অর্থ দেওয়ার প্রতশ্রুতি দিয়ে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করলেন। পম্পাই প্রস্তাবটি মিনে নিয়ে সৈন্যদের একটি দলের নতৃত্ব গাবনিয়াসকে অর্থ গ্রহণের জন্য পাঠালেন। কিন্তু ওই উপসনোপতি জেরুজালমে পৌঁছালে তিনি দেখলেন, শহরের ফটক তার মুখের ওপর বন্ধ, এবং প্রাচীরের উপর থেকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে শহরটি চুক্তিমানব না।

এভাবে প্রতারণাকে বনি শাস্তিতে ছাড়বেন না বলে পম্পাই, যাকে তিনি নিজের সঙ্গে ধরে রেখেছিলেন সেই অয়ারসিটোবুলাসকে শিকলে বেঁধে, সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র সনোবাহিনী নিয়ে জেরুজালমের বরিদ্ধে অগ্রসর হন। অয়ারসিটোবুলাসের সমর্থকেরা স্থানটি রক্ষার পক্ষে; হাইরকানুসের সমর্থকেরা ফটক খুলে দেওয়ার পক্ষে। শেষোক্তরা সংখ্যায় বেশিও প্রাধান্য পাওয়ায় পম্পাইকে শহরে অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। তখন অয়ারসিটোবুলাসের অনুগামীরা মন্দরিরে পাহাড়ে সরে যায়; স্থানটি দখলে নেওয়ার বিষয়ে পম্পাই যতটা দৃঢ়প্রতজ্ঞ ছিলেন, তারা ঠিকি ততটাই দৃঢ়প্রতজ্ঞ ছিলি সটো রক্ষা করতে। তিনি মাস শেষে প্রাচীরে এমন ফাঁক করা হয় যা আক্রমণের জন্য যথেষ্ট ছিলি, এবং স্থানটি তিলোয়ার ঠেকেয়ে বলপ্রয়োগে দখল করা হয়। পরবর্তী ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞে বারো হাজার মানুষ নিহত হয়। ইতিহাসকারের ভাষ্য, তা ছিলি এক মরমস্পর্শী দৃশ্য—দখো গলে, পুরোহিতরা তখন দবেসবোয় রত থেকেও শান্ত হাতে ও অবচিল সংকল্পে তাদের অভ্যস্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন চারপাশের উন্মত্ত তাণ্ডব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন; যদগি তাদের চারদিকে সহচররা হত্যাযজ্ঞে বলাই চুছিলি, এবং বহুবার তাদের নিজের রক্তও তাদের বলির রক্তের সঙ্গে মিশি যাচ্ছিলি।

যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে পম্পায়ে জেরুসালমের প্রাচীর ভেঙে ফেলেন, জুডায়ার অধিক্ষেত্র থেকে বশে কয়কেটি শহর সরিয়ার অধিক্ষেত্রে হস্তান্তর করেন, এবং ইহুদদের ওপর খাজনা আরোপ করেন। এভাবে প্রথমবারের মতো জেরুসালমে বিজয়ের ফলে সেই শক্তির হাতে পড়ল, যে শক্তি 'মহিমাময় দেশ'কে লোহার মুঠোয় ধরে রাখবে যতক্ষণ না সটেকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফলে।

পদ ১৭। সে তার সমগ্র রাজ্যের শক্তি নিয়ে প্রবেশ করার দৃঢ় সংকল্প করবে, আর সৎজনরো তার সঙ্গে থাকবে; এভাবেই সে করবে: এবং সে তাকে নারীদের কন্যা দবে, তাকে দৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে; কিন্তু সে তার পক্ষে দাঁড়াবে না, আর তার জন্যও থাকবে না।

বশিপ নডিটন এই পদটির আরকেটি পাঠ উপস্থাপন করছেন, যা নমিনরূপভাবে ভাবটি আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলে মনে হয়: 'সে বলপ্রয়োগে সমগ্র রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য তার মুখ স্থির করবে।' পদ ১৬ আমাদের রোমানদের দ্বারা সরিয়া ও জুদয়ো বিজয়ের প্রসঙ্গে নিয়ে যায়। এর আগে রোম ম্যাসডিোন এবং থরসে জয় করছিলি। তখন আলকেজান্ডারের 'সমগ্র রাজ্য' থেকে রোমান শক্তির অধীনে না আসা একমাত্র অবশিষ্ট ছিলি মশির; আর সেই শক্তি তখন বলপ্রয়োগে সেই দেশে প্রবেশের সংকল্প করল। Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 258-260.

আমরা ইতিমধ্যেই এই প্রবন্ধগুলিতে একাধিকবার লক্ষ্য করছি, কীভাবে দানয়িলে এগারোর ত্রিশ ও একত্রিশ পদ চল্লিশি ও একচল্লিশি পদের সঙ্গে সঙ্গতপূর্ণ, এবং ত্রিশি ও একত্রিশি পদের ইতিহাস তিনটি শৃঙ্খল উপড়ে ফেলার ঘটনাবলীর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমি শিঙিলুরি দকি লক্ষ্য করলাম, আর দেখে, তাদের মধ্যে থেকে আরকেটি ছোট শিঙি উঠল; যার সামনে প্রথম শিঙিলুরি মধ্যে তিনটি মূলসহ উপড়ে ফেলো হলো। আর দেখে, সেই শিঙিয়ে মানুষের চোখের মতো চোখ ছিল, এবং একটি মুখ ছিল যা বড় বড় কথা বলছিল। ... আর তার মাথায় যে দশটি শিঙি ছিল, এবং যে অন্যটি উঠল, যার সামনে তিনটি পড়ে গলে—অর্থাৎ সেই শিঙি, যার চোখ ছিল, এবং যার মুখ অত্যন্ত বড় বড় কথা বলছিল—তার চহারা তার সঙ্গীদের চেয়ে বেশি বলিষ্ঠ ছিল। দানয়িলে ৭:৮, ২০।

যেমন দানয়িলে বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ের নবম পদটি সেই বজ্রের তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে নির্দেশ করে, যগুলোর মাধ্যমে পৌত্তলিক রোম সংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনি শিঙিলুরি উপড়ে ফেলো (যা হরুলি, অস্ট্রোগোথ ও ভ্যান্ডালদের প্রতিনিধিত্ব করে) পোপীয় রোমকে সংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে বজ্রের তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। উভয় ইতিহাসই দানয়িলে বইয়ের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশ থেকে তোল্লিশ নম্বর পদের সঙ্গে মিলে যায়, এবং তিনটি শিঙি উপড়ে ফেলোর ঘটনা ত্রিশ ও একত্রিশ নম্বর পদের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতপূর্ণ।

'পদ ৮। আমি শিঙিলুরি নিয়ে ভাবছিলাম, আর দেখে, তাদের মধ্যে আরকেটি ছোট শিঙি উঠে এলো, যার সামনে প্রথম শিঙিলুরি মধ্যে তিনটি শিকিডসহ উপড়ে ফেলো হলো; আর দেখে, এই শিঙিয়ে মানুষের চোখের মতো চোখ ছিল, এবং বড় বড় কথা বলছিল এমন একটি মুখ ছিল।'

দানয়িলে শিঙিলুরি দকি লক্ষ্য করলেন। তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত আন্দোলনের লক্ষণ দেখা দিল। একটি ছোট শিঙি (প্রথমে ছোট, কিন্তু পরে তার সঙ্গীদের চেয়ে বেশি বলিষ্ঠ) তাদের মধ্যে মাথা তুলল। নিজের জন্ম চূপচাপ একটি জায়গা খুঁজে নিয়ে তা পূরণ করেই সে সন্তুষ্ট ছিল না; অন্য কয়েকটিকে সরিয়ে তাদের জায়গা দখল করতেই হবে। তার সামনে তিনটি রাজ্য উপড়ে ফেলো হলো। এই ছোট শিঙি, যেমন আমরা পরে আরও বিস্তারিতভাবে লক্ষ্য করব, ছিল পোপতন্ত্র। তার সামনে উপড়ে ফেলো তিনটি শিঙি ছিল হরুলি, অস্ট্রোগোথ এবং ভ্যান্ডালরা। আর তাদের উপড়ে ফেলোর কারণ ছিল, তারা পোপীয় যাজকতন্ত্রের শিক্ষা ও দাবির বিরোধিতা করেছিল, এবং তাই গরিজায় রোমের বিশপের সর্বোচ্চতার বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছিল।

আর 'এই শিঙিয়ে ছিল মানুষের চোখের মতো চোখ, এবং একটি মুখ, যা বড় বড় কথা বলত,' সেই চোখগুলোর পোপীয় পদানুকরমের চতুরতা, তীক্ষ্ণ অনুধাবনশক্তি, ধূর্ততা ও দূরদৃষ্টির উপযুক্ত প্রতীক; আর বড় বড় কথা বলা সেই মুখটির রোমের বিশপদের উদ্ভূত দাবিসমূহের উপযুক্ত প্রতীক। উরয়ী সম্মতি, দানয়িলে ও প্রকাশিত বাক্য, ১৩২-১৩৪।

রোমই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর দর্শন প্রতিষ্ঠা করে, এবং বিশেষত দানয়িলে অধ্যায় এগারোর দর্শন। সেই অধ্যায়ে যে নবীসুলভ ইতিহাসের অনকোংশ মিলারীয় আন্দোলনের পূর্ববর্তী পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা দানয়িলে এগারোর শেষে ছয়টি পদে পুনরাবৃত্ত হওয়ার কথা ছিল। সংহাসনের উপরে পৌত্তলিক রোম ও পোপীয় রোম—উভয়কেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে তিনটি ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের জয়, তা অধ্যায় এগারোতে উপস্থাপিত হয়েছে; এবং সেই দুই উপস্থাপনাই সেই সময়ের প্রতিনিধিত্ব, যখন আধুনিক রোম আবারও সংহাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমই সেই দর্শন প্রতিষ্ঠা করে, এবং পৌত্তলিক চিন্তা করনে যে পোপীয় রোম তার নিজস্ব সময়ে প্রকাশিত হয়।

কউে যনে কোনোভাবেই তোমাদের প্রতারিত না করে; কারণ সেই দিন আসবে না, যদা না আগে ধর্মত্যাগ ঘটে, এবং অধর্মের মানুষ, বিনাশের পুত্র, প্রকাশিত হয়; যে ঈশ্বরের নামে

যা কিছু বলা হয় বা যে কিছুকে পূজা করা হয়, তার সবকিছুর বরিোধিতা করে এবং নিজেকে তাদরে উর্ধ্ববে উন্নীত করে; যাতে সে ঈশ্বরকে মন্দরিতে ঈশ্বরকে মতো বসে, নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রকাশ করে। তোমরা কি স্মরণ কর না, আমরা যখন এখনও তোমাদের সঙ্গুগে ছলাম, তখন আমরা এসব কথা তোমাদের বলছিলাম? আর এখন তোমরা জান যে কী তাকে আটকে রেখেছে, যাতে নরিধারতি সময়ে সে প্রকাশতি হতে পারে। দ্বিতীয় থসোলোনকীয় ২:৩-৬।

পোপতন্ত্র ৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পঞ্চম রাজ্য হসিবে সংহাসনে বসে, এবং যারা ছয় নম্বর পদ ববিচেনা করেন, তারা নঃসন্দহে ধরে নবেনে যে পৌলের অর্থ হলো “পোপতন্ত্র ৫৩৮ সালেই প্রকাশ পাবে।” এটি সঠিকও হতে পারে, কিন্তু অন্তত এটুকু বলা যায় যে এটি পৌল যে ববিষয়টি চহিনতি করছিলেন তার একটি গৌণ সত্য। অন্যান্য সকল নবীর মতোই, পৌল নিজের সময়ের চয়ে শেষে দিনের কথাই বশে বিলছেন। তিনি ইগুতি করছিলেন পোপতন্ত্র কীভাবে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে উন্মোচতি হবে; কারণ একজন নবী হসিবে তিনি অন্য সব নবীর সগুগে একমত ছিলেন। ধাপে ধাপে, যাদের দর্শন নই তারা নষ্ট হয়ে যায়—আর যাদের দর্শন নই, তাদের দর্শন নই এই কারণে যে তারা জানে না কোন ভিত্তিতে সেই দর্শন প্রতষ্টিতি হয়। রোমই যে দর্শন প্রতষ্টিতা করে—এই জ্ঞান জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। অন্য নবীদের সগুগে একমতযে থেকে, পৌল চহিনতি করছেন যে পোপীয় রোমকে—যে শেষে দিনের রোম—উন্মোচতি করে যে ববিষয়টি, তা হলো ‘তার সময়’। রোমের সগুগে সম্পর্কতি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ‘সময়’-ই প্রকাশ করে রোম কী এবং কে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

প্রেরতি পৌল থসোলোনকীয়দের প্রতীতির দ্বিতীয় পত্রে পোপতন্ত্রের প্রতষ্টিতা ডকে আনবে এমন মহা ধর্মত্যাগের কথা পূর্বহে বলছিলেন। তিনি ঘোষণা করছিলেন যে খ্রিস্টের দিন আসবে না, ‘যদি আগে ধর্মত্যাগ না ঘটে এবং পাপের মানুষ, বনিশরে পুত্র, প্রকাশ না পায়; যে বরিোধিতা করে এবং যা কিছু ঈশ্বর নামে ডাকা হয় বা পূজতি হয় তার সবকিছুর উর্ধ্ববে নিজেকে উচ্চতর করে; এমনকি সে ঈশ্বরকে মন্দরিতে ঈশ্বরকে মতো আসীন থাকে, নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রদর্শন করে।’ এবং আরও, প্রেরতি তাঁর ভাইদের সতর্ক করেন যে, ‘অধর্মের রহস্য ইতিমধ্যেই কাজ করছে।’ ২ থসোলোনকীয় ২:৩, ৪, ৭। এত প্রারম্ভিক সময়ই তিনি দেখেছিলেন, গরিজার মধ্যে চুপসিারে ঢুকে পড়ছে এমন ভ্রান্তি, যা পোপতন্ত্রের বিকাশের পথ প্রস্তুত করবে।

ধীরে ধীরে, প্রথমে গোপনে ও নীরবে, তারপর শক্তিতে বৃদ্ধি পিয়ে এবং মানুষের মনকে কব্জা করে আরও প্রকাশ্যে, ‘অধর্মের রহস্য’ তার প্রতারণাময় ও নিন্দাসূচক কাজ এগিয়ে নলি। প্রায় অদৃশ্যভাবেই পৌতলকিতার প্রথাগুলা খ্রিস্টীয় গরিজার মধ্যে প্রবশে করল। সমঝোতা ও অনুকরণের আত্মা কিছু সময়ের জন্য সংযত ছিল, কারণ পৌতলকিতার অধীনে গরিজা যে ভয়াবহ নরিযাতন সহ্য করছিল তা তাকে থামিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যখন নরিযাতন থমে গেলে এবং খ্রিস্টধর্ম রাজাদের দরবার ও প্রাসাদে প্রবশে করল, তখন গরিজা খ্রিস্ট ও তাঁর প্রেরতিদের বনিম্বর সরলতা ত্যাগ করে পৌতলকি যাজক ও শাসকদের জাঁকজমক ও গর্বকে গ্রহণ করল; এবং ঈশ্বরের বধিনের জায়গায় সে মানবীয় মতবাদ ও পরম্পরা বসাল। চতুর্থ শতকের শুরুর দিকে কনস্ট্যান্টাইনের নামমাত্র ধর্মান্তর মহা উল্লাসের কারণ হলো; এবং জগত ধর্মকিতার এক আবরণে আবৃত হয়ে গরিজার ভেতরে ঢুকে পড়ল। এখন ভ্রষ্টতার কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। পরাস্ত হয়ে বলে মনে হলেও, পৌতলকিতাই বিজয়ী হয়ে

উঠল। তার আত্মা গরিজাকে ন্যূনত্ব করল। তার মতবাদ, আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার খ্রিস্টের নামধারী অনুসারীদের বিশ্বাস ও উপাসনার সঙ্কে মশি গলে।

পৌত্তলিকতা ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে এই সমঝোতার ফলে ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্বই যাঁর সম্পর্কে বলা হয্ছিলি য়ে তিনি ঈশ্বরের বিরোধিতা করবেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের উর্ধ্বে উন্নীত করবেন, সেই 'পাপের মানুষ'-এর উদ্ভব ঘটল। মথিয়া ধর্মের সেই বিশাল ব্যবস্থা শয়তানের ক্ষমতার এক অনন্য কীর্তি- পৃথিবীকে নিজের ইচ্ছামতো শাসন করতে সিংহাসনে নিজেকে বসানোর তার প্রচেষ্টার এক স্মারক। The Great Controversy, 49, 50.